# ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে জমি বন্দোবস্ত
# তিনশো বছর পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

পুনরায় বোধ করি ঐতিহাসিক ভুল করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার। এই ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি প্রায় তিনশো দশ বছর পর । ১৬৯৬ সালে ১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে কলকাতা গোবিন্দপুর সুতানুটির জমিদারী স্বত্ত্ব এক চুক্তি(র মাধ্যমে বিক্রি( করে দিয়েছিলেন ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলা সুবার সুবাদার আজিম উস্ সান বিদেশী ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে ঐ ঘটনার শতাধিক বৎসর পূর্বে। শ্রীপান্থ লিখেছেন, বিদেশীরা তাদের দেশে তৈরী একটি যন্ত্রের ( শিল্পের) ঘড়ি দেখিয়ে সুবাদারের মন জয় করে নিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের অন্ততঃ ষাট বছর পূর্বে বিদেশী কোম্পানীর কাছে বিক্রি( হয়ে গিয়েছিল দেশের মাটি ( তিন খানি গ্রাম )। তারপর আস্তে আস্তে বহু চুক্তি( ও চুক্তি( লঙ্ঘনের মাধ্যমে গোটা দেশটাই যে সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে চলে গিয়েছিল এবং দেশের মানুষকে যে বহু রক্তে(র বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল তা সকলেরই জানা। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে দেশের মাটি বিক্রি(র সময়কে যদি আধুনিক যুগের সূচনা বলে ধরে নেওয়া হয় এবং বিদেশী কোম্পানী এদেশের মাটি কেনার পর এদেশের অগ্রগতির সঙ্গে দেশের সম্পদ পাচার বা রক্ত( (য়ের তুলনায় সেই অগ্রগতি কতটা কাম্য ছিল সে বিচারে না গিয়েও বলা যায় সেদিনও যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চৈতন্য দেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ' জীবে সেবা ' করার জন্যই এদেশের মাটি কেনেন নি এখনও ইন্দোনেশীয়ার সালিম গোষ্ঠি ইসকন বা ভারত সেবা শ্রম সংঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে উপস্থিত হচ্ছেন না। ৩১০ বছরেরও অন্ততঃ একশো বছর পূর্বে তৈরী ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাঁদের বণিকি পুঁজি পূর্বভারতে খাটানোর জন্য স্থায়ী অস্তানা গড়তে কিনেছিলেন কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি নামে তিনটি গ্রাম আর তিনশো দশ বছর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে তৈরী সালিম গোষ্ঠী তাদের লগ্নী পুঁজি খাটাতে সেই পূর্ব ভারতেরই কলকাতা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দঃ ২৪ পরগণায় ঘাঁটি গড়তে কিনে নিচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার একরের বিস্তীর্ণ এলাকা তিনেরও অধিক অনেক গুলি গ্রাম। ১৬৯৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার তিন খানি গ্রাম কেনার বহু আগে পর্তুগীজরা কিনে নিয়েছিলেন বোম্বাই শহর এবং ইংল্যাণ্ডের রাজকুমার পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথালিন ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করে বরপণ হিসাবে পেয়েছিলেন বোম্বাই। বোম্বাই প্রাপ্তির পরই ইংরেজদের হয়েছিল কলকাতা প্রাপ্তি। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটি গু(ত্বপূর্ণ শহর ও একটি বন্দর পেয়ে ও একটি কিনে ইংরেজদের ব্যবসার বারবাড়ন্ত হয়েছিল আর প্রায় সাড়া ভারতবর্ষেই ওরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল ওদের ব্যবসার কুঠি ( কারখানা ), এজেন্টদের দল ও সিকিউরিটিদের।

কলকাতা ও তদ্সন্নিহিত তিন খানি গ্রাম কিনে প্রায় বিনা বাধা ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ষাট বছর । মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে আলিবর্দ্দী কোন সুবাদারই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াননি। পূর্বসূরীদের নিয়ম মেনেই সুবাদার আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা ( যিনি দিল্লির সম্রাটদের কাছ থেকে সুবাদারীর ফরমান পাননি ) প্রথম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য করবার ফরমান দিয়ে সরকার ও গোমস্তাদের ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীকে অবাধ বাণিজ্য করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে অবাধ বাণিজ্যে সর্বপ্রথম বড় ধরনের বাধা পায় ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। ঐ সময়ই সিরাজ সর্বপ্রথম কাশিমবাজারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি এবং তৎপর কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আত্র(মণ করে ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ সালের ১ মে মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তি(র বলে পলাশীর যুদ্ধের পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার সীমানা বাড়িয়ে নেয় ৬০০ গজ এবং বর্দ্ধিত এলাকার অধিবাসীরাও যে ইংল্যাণ্ডের শাসনের অধীনে থাকবেন সে বিষয়ে ও তারও পর কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডের জমিদারী স্বত্ত্বও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পেয়ে যায়। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। কোম্পানীর সহায়তায় পরের পর সুবাদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরীর জন্য বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে ৫৯৩ বিঘা ১৩ কাঠা ৩ ছটাক জমি, মীরজাফরের সুবাদারী কালে ২৪ পরগণার জমিদারী এবং মীরকাশিমের সময় বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী পেয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এরপর মীরজাফর মারা গেলে ১৭৬৫ সালের ১২ অগষ্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লির বাদশাহ সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে উপযুক্ত( সেলামী ও সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ ল( টাকা খাজনা ও বাংলার সুবাদারকে সুবাদারী ( প্রশাসন ) চালাতে বার্ষিক ৫৩ ল( ৮৬ হাজার ১৩১ টাকা ৯ আনা দেওয়ার চুক্তি(তে বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানী কিনে নেয়। এদেশে শু( হয় দ্বৈত শাসন। পরের বছর ১৭৬৬ সালের ২৯ এপ্রিল মতিঝিলে শাহ সুজা নির্মিত ( ১৬৬৯ সালে ) সুবাদারের মসনদে নজমউদৌল্লার সঙ্গে পাশাপাশি বশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় প্রতিনিধি ক্লাইভ দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারীর খাজনা গ্রহণ করেন, খেলাত দেন এবং পুণ্যাহ কার্য্য সমাধা করেন।

এরও প্রায় একশো পনের বছর পর ১৮৮০ সালের ১ নভেম্বর মীরজাফরের ষষ্ঠ বংশধর বাংলা সুবার (বাংলা বিহার ওড়িশার ) সুবাদার ফেরাজুন জা প্রায় বাধ্য হয়ে সুবা বাংলার সুবাদারী স্বত্ত্ব ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের কাছে বিত্রি( করে দেন প্রচুর সেলামী ও পূর্ব পাওনা নগদ ১০ ল( টাকা ওবং বার্ষিক দশ ল( টাকা বৃত্তির বিনিময়ে । ইংল্যাণ্ড তখন রাষ্ট্র পূঁজির জন্ম দিয়েছে।

১৬৯৬ সালে প্রায় সূঁচ হয়ে কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটির জমির স্বত্ত্ব কিনে নিয়ে এবং অর্থ লোক বল সৈন্য অস্ত্র ও বুদ্ধি দিয়ে এদেশের সম্রাট সুবাদার ও করদ রাজ্যের রাজাদের সাহায্য করে ধীরে ধীরে বিভিন্ন চুক্তি( করে ও তাদেরকে চুক্তি( লঙঘন করিয়ে বা সৈন্য পাঠিয়ে ভূখন্ডের দখল নিয়ে এ দেশে সম্পত্তি বাড়াতে বা ড়াতে প্রায় আড়াইশো বছরের মধ্যে প্রথমে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী তারপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যান্ড গোটা একটা দেশ ' ভারত বর্ষের' মালিক হয়ে যায়।

বিস্মৃতির এই যুগে আমরা ইতিহাসের ঐ পটপরিবর্তন ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি বহু রক্ত(( য়ের বিনিময়ে বহু ত্যাগ ও তিতি( ার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত( হয়েছে দেশ। দেশ শুধু মুক্ত(ই হয়নি পাল্টেছে তার শ্রেণী চরিত্রও। সামন্ততান্ত্রিক যে দেশটিকে প্রথমে বণিকি পূঁজি ও পরে লগ্নী পূঁজি গ্রাস করেছিল ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সেই দেশটি মুক্ত( হলে দেখা গেল প্রথমে বণিকি পূঁজি ও পরে লগ্নী পূঁজির (সাম্রাজ্যবাদের ) গর্ভেই সে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে পূঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে পূঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় এ দেশে শিল্প বিপ-ব যেমন ঘটেনি তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা পূঁজিবাদের দর্শন 'রেনেশাঁর' বিকাশও ঘটেনি । তবুও এ দেশে বণিকি পূঁজির রেশ কাটিয়ে মুনাফা সৃস্টি কারী পূঁজি গড়ে ওঠার সময় যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল তারই জেরে এবং সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে যখন দেশীয় পূঁজি জন্ম নিচ্ছিল তখনই কৃষি শ্রমিক ও কুটির শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের পরস্পর বিরোধী স্বর্থের সংঘাত থেকেই এ দেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার জন্ম হয়। সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে পূঁজিবাদী ব্যবস্থার বি(দ্ধে জাতীয় মুক্তি( আন্দোলনের সাথে সাথে শ্রমিক আন্দোলনও বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে শ্রেণী চেতনাও।

দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি( আন্দোলনের ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদ তার চরিত্র বদল করেছে। এখন আর লগ্নী পূঁজি বাজার দখল করতে দেশ দখল করেনা। বি(োয়নের নামে সে পূঁজি রপ্তানী করে বিদেশে আরও মুনাফার জন্য। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর কয়েক হাজার কোটী টাকা শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ নয়াসাম্রাজ্যবাদ ( ð ) এরই নামান্তর।

১৯৭৬ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়াসাম্রাজ্যবাদ শব্দ দুটি এখন আর শোনা যায় না। পাঁচের দশক থেকে সাতের দশকের মাঝামা ঝি পর্যন্ত এই বাংলায় বিপ-ব সামন্ততন্ত্র আধাসামন্ততন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ আধাসাম্রাজ্যবাদ নয়াসাম্রাজ্যবাদ পূঁজিবাদ সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি শব্দগুলি প্রায়ই শোনা যেত। আইন সভাকে যে বিপ-বের কাজে লাগানো বিপ-বীদের একটি রণকৌশল তাও শোনা যেত বারবার। পার্লামেন্টারী ডেমক্রে(সীর মাধ্যমে যে বিপ-ব করা যায় না। তাও কমবেশী কমিউনিস্ট নামধারী সব দলই বলত। কিন্তু বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে ( মতায় যেনতেন প্রকারেণ ( মতায় টিকে থাকা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ-বের জন্য কি করা হয়েছে ইতিহাসের প্রে( াপটে তা বিচার হওয়া দরকার। সরকারের একান্ত কর্তব্য নিজেকে রাষ্ট্র না ভাবা। সরকারের উপর রাষ্ট্রের দেখভালের দায়িত্ব অর্পিত।

ভারতের সংবিধানের Article 31A লিখছে ---

Notwithstanding anything contatied in article 13 ( fundamental rights), no law providing for --

a) the acquisition by the state of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or

b) the taking over of the management of any property bythe state for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property.

সালিম গোষ্ঠীর অঢেল টাকার মোহে উপরিলিখিত সাংবিধানিক নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জমির সিলিংএর মধ্যে অবস্থানকারী প্রান্তিক চাষী ও কৃষকদের চাষের জমি এমন কি বাড়ী ঘর এ্যাপার্টমেন্টও উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে একুইজিসন করে সালিম গোষ্ঠীকে সেই জমি বিত্রি (Perpetual Lease) করে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রায় তিনশো বছর পূর্বের সুবা বাংলার সুবাদারের হটকারিতা কি ৩০০ বছর পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাজের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে ? তৎকালের বাংলার সুবাদার আজিম উস্ সান না হয় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তিন খানি গ্রামের স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছিলেন বিদেশী কোম্পানীকে কিন্তু একালের মুখ্যমন্ত্রীর এটাই কি বিচ( ণতা ? এত দিন তো বেশ চলছিল , আধাসামন্তবাদ ও আধাসাম্রাজ্যবাদের জুজু দেখিয়ে বিপ-বী বুলির আড়ালে দেশীয় পূঁজির বড়বাড়ন্ত তো বেশ হচ্ছিল! এদেশের দেশীয় পূঁজি লগ্নী পূঁজির জন্ম দিয়ে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠছিল। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা ডালমিয়া ঠুনঠুনিয়া ঝুনঝুন ওয়ালা বাজোরিয়া ওয়াচেলমোল্লারা যখন বিদেশে তাঁদের লগ্নী পূঁজি খাটানোর দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত তখই বিদেশী লগ্নী আনতে দৌড়াচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী । তাহলে তো দেশে পূঁজির অভাব নাই । অভাব কি তাহলে শিল্প সৃস্টির পরিস্থিতির ?

আধা সামন্ততন্ত্র ও আধা সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করতে তো দেশীয় পুঁজির বিকাশের প্রয়োজন ( সি পি এমের গৃহীত রাজ নৈতিক দলিল )। এবং সে পুঁজি অবশ্যই দেশীয় পুঁজি। তা না করে আধাসাম্রাজ্যবাদী দেশে সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে ( ইতিমধ্যে জমিদারী অধিগ্রহণ করে , জমির সিলিং বেঁধে দিয়ে এমনকি আকাশের নীচে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত( যে কোন জিনিষকে জমির সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে এসে এবং সিলিং বর্হিভুত জমিকে সরকারে নিয়ে, সরকারে বর্তানো জমির ( তিপূরণ ১টাকা ৩৫ পয়সা শতক বা ১৩৫ টাকা একর হিসাবে নির্ধারণ করে পশ্চিম বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী সকল রকম শিল্প সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যগুলিকে ধ্বংস করে ) বিদেশী লগ্নীকারীদের প্রতিভূ বি(ের ষষ্ঠ ধনী সালিম গোষ্ঠীকে সাদরে আমন্ত্রন করে এদেশে নিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী কি নয়া সাম্রাজ্যবাদী তত্বে দেশটাকে পুনরায় গোটা সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে ঠেলে দিতে চাইছেন? এর পরিণতি কি হতে পারে বা অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভেবেছেন কি সরকার ?

সুবাদার অজিম উস্ সানের সময় আন্তর্জাতিক বিচারালয় ছিল না । থাকলে আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সূত্রে নিজেই সুবাদার সিরাজদৌল্লার কলকাতা আত্র(মণ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হতো। বিচার হতো এই জন্য যে নিজে সুবাদার না হওয়া সত্ত্বেও বা সম্রাটের প্রতিনিধি না হয়েও সিরাজ সম্রাটের নগদ টাকা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বিত্রি( করা কলকাতা আত্র(মণ করে দুর্গ, দেশীয় ও বিদেশীদের বাড়ী ঘর এবং শহর কলকাতা ধ্বংস করেছিল। আন্তর্জাতিক আদালত থাকলে সেদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রমান করে ছাড়তো তাদের অর্থ দিয়ে কেনা ও লগ্নী করা শহর কলকাতা বেআইনী ভাবে ধ্বংস করেছে সিরাজদৌল্লা। তখন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বুশ ও ব্লেয়ারের মতো নেতাদের বিচারে একালের সাদ্দামের মতই বন্দি হতে হতো সিরাজকে। মীরজাফর পুত্র মীরনের হাতে পলাশীর যুদ্ধবন্দী সিরাজের মৃত্যু হওয়ার বহু পূর্বেই দায়রা সোপার্দ করে আন্তর্জাতিক আদালত মৃত্যুদন্ড দিয়ে দিত সিরাজের। বর্তমানে কিন্তু বি(োয়নের ( নয়া সাম্রাজ্য বাদের নতুন শব্দ ) যুগে আমেরিকা ইংল্যান্ড জাপান জার্মান প্রমুখ আগ্রাসী দেশগুলির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের রয়েছে সতর্ক উপস্থিতি। আন্তর্জাতিক ঐ আগ্রাসী দাদারা শুধু বিদেশী লগ্নী রপ্তানী করারই প( পাতি নন তারা চান ঐ লগ্নীকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে শোষন চালিয়ে মুনাফা লুণ্ঠনের পরিস্থিতি তৈরী করে দিতে হবে।

ভবিষ্যতে ভারতীয় সচেতন জনতা শোষন মুক্তি(র লড়াইয়ে নেমে প্রতিরোধ গড়ে তুললে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের নামে আমেরিকা ইংল্যান্ড জার্মান জাপান প্রভৃতি দেশগুলি ইরাকের মত শান্তি স্থাপনার অজুহাতে সালিম বা সমতুল্য গোষ্ঠীর পুঁজি পাহারা দিতে বিদেশী লগ্নীর সাথে এতদ্ অঞ্চলে বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ ঘটাবে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় তেমন সময় এলে সালিম গোষ্ঠীর পুঁজি ফেরত দিয়ে তাদেরকে এদেশ থেকে বিতারন করলেই চলবে। তাহলে তো বলতে হয় এখনো পশ্চিম বঙ্গে বামপন্থার শিশু রোগ সংত্র(ামিত হয়ে রয়েছে। সালিম গোষ্ঠীর শিল্প কারখানা গড়তে তাদেরকে আপাততঃ ৫ হাজার একর চাষের জমি স্থায়ি বন্দোবস্ত দিয়ে ঐ চাষের জমির বৈশিষ্ট্য কৃষি থেকে অকৃষি জমিতে পরিণত করে তাদেরকে ঘর বাড়ি আবাসন কারখানা নির্মাণ করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । ওদের অস্থায়ী আমানত যে এমনি ভাবেই স্থায়ী আমানতে পরিণত হবে সেটা কি একবারও ভেবে দেখা হয়েছে ? ভবিষ্যতে সালিম গোষ্ঠিকে এ দেশ থেকে তারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে অকৃষি প্রজা স্বত্ত্বিয় জমি থেকে ঐ সব শিল্প কারখানা আবাসন ওরা তুলে নিয়ে যাবে কি করে ? সেটাও কি একবারের জন্যে ভেবেছেন?

এ কথা অনেকেরই জানা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র মানেই তাদের হাত রক্তে( রাঙা। সেটা ৫ হাজার মুক্তি(কামী জনতাকে হত্যাকরেই হোক , ল( ল( শ্রমিকের রক্ত( শোষন করেই হোক বা জেনারেল সুহার্তোর সঙ্গে মিতালী করে ৫ ল( কমিউনিস্ট হত্যা করেই হোক। তাই সালিম চরিত্র নিয়ে এখানে আর পুন(ক্তি( নই।

কিন্তু এই সরকারের কাছে দেশীয় পুঁজিপতিরা কি দোষ করল? প্রথমে হচ্ছিল প্রবাসী লগ্নীকারীদেরকে এ দেশে লগ্নী করতে উৎসাহ দান। পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জীকে হলদিয়া পেট্রোকম করতে বিদেশ থেকে ডেকে নিয়ে এসে এখন সে হয়ে পরেছে রাজ্য সরকারের শত্রু। পূর্ণেন্দুতো সরাসরি রাজ্য সরকারকে গালা গালি দিচ্ছে।

কিছুদিন আগেও পতাকা গোষ্ঠী ছিল এই সরকারের চোখের মনি। সেই পতাকা যখন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে খাদ্য প্রত্রি(য়াকরণ কারখানা তৈরীর জন্য প্রায় একশ একর চাষের জমি পেল দীর্ঘ প্রায় ৪ বছরেও সেই জমি কৃষি থেকে অকৃষি জমিতে মিউটেশন করা গেলনা। ফলে পতাকার খাদ্য প্রত্রি(য়া করণ শিল্প স্থাপন যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

এই বাংলার মহিলা শিল্প উদ্যোগী সুপ্রিয়া রায় নিজের উদ্যোগে সুগার এণ্ড স্পাইস্ নামে শিল্প তৈরী করে এবং শতাধিক বিত্র(য় কেন্দ্র স্থাপন করে যখন কলকাতার সঙ্গে বহরমপুরের কাশিমবাজারের পৈত্রিক বাড়িতে বেশ কয়েক কোটী টাকা বিনিয়োগ করে শিল্প স্থাপন করলেন তখন বুদ্ধবাবুর দলের লোকেরা সুপ্রিয়া দেবীর পৈত্রিক বাড়ির সংলগ্ন সরকারে খাস না হওয়া ১৫ একর জমিতে দলীয় বেশ কয়েক শো লোক বসিয়ে দিয়ে কাশিমবাজারের ঐ কারখানা সহ বাড়ি দখল করে নিবেন বলে হুমকি দিলে - বুদ্ধবাবু যখন বিদেশী শিল্প গোষ্ঠী আনতে ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছেন তখন স্বদেশী সুগার এণ্ড স্পাইস্ শিল্প গোষ্ঠী কাশিম বাজারের কারখানা তুলে দিলেন। ঐ কারখানা তুলে দেওয়ার আগে বহু আবেদন নিবেদনেও সুগার এণ্ড স্পাইস্ শিল্প গোষ্ঠীর কর্ণধারেরা মুখ্যমন্ত্রীর সা( াৎ পাননি। দেশের মানুষকে শিল্পে স্বনির্ভর করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বুদ্ধবাবুরা নয়া সাম্রাজ্য বাদীদের একটুখানি দা( ণ্য পেতে হাপিত্যেশ করে ইন্দোনেশিয়া ছুটছেন।

বুদ্ধবাবুদের এই ঐতিহাসিক ভুলের পরিণতি ভবিষ্যৎ ইতিহাসই একদিন প্রকাশ করবে।

-- শ্যামল দাস , সম্পাদক ইতিহাস পরিত্রমা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

( মুর্শিদাবাদ সন্দেশ পত্রিকার ৩২ বর্ষ ২ সংখ্যায় প্রকাশিত। এখানে পুনঃ মুদ্রিত)